06

তারিখ 03 JUL
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করেছেন, তাঁর সরকার সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গঠনের কাজে হাত দিয়েছে। বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী গ্রেফতার এবং বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। শিক্ষাঙ্গনও এসব এলাকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণা এবং সংশ্লিষ্ট সংবাদাদি জনমনে স্বস্তির সঞ্চার ঘটিয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে আমাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছি। এর কারণ একটাই, সন্ত্রাসের প্রেতহাত দমনের উপর গোটা জাতির স্বস্তি-শান্তি এবং গণতান্ত্রিক সাফল্যের সম্ভাবনা নির্ভর করে আছে। ঠিক এমন একটা পরিবেশে শিক্ষাঙ্গনে নতুন করে সন্ত্রাসের উঁকি-ঝুঁকি এবং কালো ছায়ার বিস্তার সত্যিকার অর্থেই উদ্বেগজনক এবং একান্তই অনভিপ্রেত। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করার প্রয়োজনের প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করি।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী হামলায় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের জের হিসাবে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বেশ কিছু শিক্ষার্থী আহতও হয়েছেন। ছোটখাটো ঘটনার খবর এখান-ওখান থেকে আরও পাওয়া গেছে। জাতীয় জীবনের বর্তমান পর্যায়ে, যখন নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা একটি নয়া সরকার স্থিত হতে যাচ্ছে এবং জাতীয় প্রত্যাশার প্রধান প্রতিবন্ধক হিসাবে সন্ত্রাসকে চিহ্নিত করে এর দমনে উদ্যোগী হয়েছে, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রচেষ্টাকে এক অশুভ আলামত হিসাবে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। আমরা তাই সূচনাতেই এ বিপত্তি রোধ করাকে অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। সন্ত্রাস দমনে সার্বিক সাফল্য অর্জন করতে হলেও শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শিক্ষাঙ্গনের তথা শিক্ষার পরিবেশ সন্ত্রাস দমনে সাফল্যের মাত্রার উপর নির্ভরশীল। এছাড়া শিক্ষাঙ্গনেই আগামী দিনের নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ তথা চারিত্রিক গুণাগুণ নির্ধারিত হয়। এই অঙ্গনে সন্ত্রাস জাঁকিয়ে থাকলে তার ফলে আমরা আমাদের তরুণদের উপযুক্ত চারিত্রিক বিকাশ আশা করতে পারি না। অন্যদিকে এদের উল্লেখযোগ্য অংশের অন্তত সমাজবিরোধী সন্ত্রাসীতে পরিণত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য। বিপদ কেবল এতেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ভয়ও উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই। আদতে সন্ত্রাসের বিস্তার ধারা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এর ব্যাপক বিস্তারের মূলে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজমান সন্ত্রাসী পরিবেশই মুখ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হলে তাই সবার আগে শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। এর কোন বিকল্প থাকতে পারে না।

নয়া সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই সন্ত্রাস দমনে হাত দিয়েছেন। সন্ত্রাস দমনে দৃঢ়সংকল্পও উচ্চারিত হয়েছে। আমরা একে স্বাগত জানিয়েছি। আর এ প্রশ্নে দ্বিধার কোন কারণ নাই যে, গোটা জাতি সরকারের এ উদ্যোগকে সক্রিয় সমর্থন জানাবে। প্রয়োজনে সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা দেবে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের প্রশ্নেও কোন ভিন্নমত পোষণের অবকাশ নাই। কেউ আমরা চাই না, আমাদের সন্তানেরা লাশ হয়ে কিংবা ঘৃণিত সমাজবিরোধী হয়ে শিক্ষাঙ্গন থেকে বের হয়ে আসুক। সন্ত্রাসী দাপট বিস্তার করে যারা গোটা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করে তুলছে, যারা শিক্ষার সমুদয় আয়োজনকে ঠেলে দিচ্ছে বা দিতে চাচ্ছে ব্যর্থতার দিকে, তাদের প্রতি বিশেষ মমতারও কোন কারণ থাকতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনে কঠোরতম ব্যবস্থায়ও তাই কারো কোন আপত্তি হবে বলে আমরা মনে করি না। নির্বাচিত সরকার এক মহৎ কাজে হাত দিয়েছেন, আমরা এর পূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসীদের হামলায় যারা আহত হয়েছেন কিংবা অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা। দুঃখজনক এ পরিস্থিতি বা পরিণাম আমাদের কারোরই কাম্য নয়। ক্ষতিগ্রস্তদের একটাই সান্ত্বনা, সন্ত্রাস দমনে দৃঢ়সংকল্প নয়া সরকারও এমন পরিস্থিতিকে অবাঞ্ছিত বলেই গ্রহণ করেছেন। একটা পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা আশাবাদী। আশা করবো, এসব বিপত্তিতে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, সন্ত্রাসের উৎস চিহ্নিত করার কাজে সহযোগিতা দিয়ে তারাও এর সার্বিক দমনে অবদান রাখবেন। আমাদের যেসব তরুণ এই অবাঞ্ছিত তৎপরতায় যুক্ত হয়ে গোটা জাতির দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ, সময় থাকতে এই পাপচক্র থেকে বেরিয়ে আসুন, নিজেদের রক্ষা করুন এবং জাতিকেও বাঁচতে দিন।